AUGUST 2021

SITALKUCHI COLLEGE

COLLEGE MAGAZINE

THE COLLEGE IS COMMITTED TO TOTAL TRANSPARENCY IN ADMISSIONS AND APPOINTMENTS AND ABIDES STRICTLY BY THE RULES & REGULATIONS OF THE DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION, GOVERNMENT OF WEST BENGAL AND UGC.

BEYOND ACADEMIC ACTIVITIES EMPHASIS IS LAID ON THE PROMOTION OF HOLISTIC DEVELOPMENT OF STUDENTS THROUGH CURRICULAR, CO-CURRICULAR, AND EXTENSION ACTIVITIES.

অন্বেষা

শীতলকুচি কলেজ

২০২১-২০২২

বার্ষিক পত্রিকা

অন্বেষা

শীতলকুচি কলেজ

Sitalkuchi College

Govt. Sponsored

P.O – Sitalkuchi, Dist – CoochBehar, Pin- 736158.

website : www.sitalkuchicollege.ac.in E-mail : csitalkuchi@gmail.com, csitalkuchi@yahoo.com

অন্বেষা
বার্ষিক পত্রিকা
শীতলকুচি কলেজ
শীতলকুচি কোচবিহার ।

প্রকাশক : ড. আফজাল হোসেন
অধ্যক্ষ
শীতলকুচি কলেজ
শীতলকুচি কোচবিহার ।

প্রকাশকাল : ২১-শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

স্বত্ব : ড. আফজাল হোসেন ।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক : অধ্যাপক বিপ্লব দেবনাথ ।

পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ : অধ্যাপক প্রদীপ কুমার রায় ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীযুক্ত তন্ময় অধিকারী (প্রাক্তন ছাত্র) ।

পরিচালনায় : শীতলকুচি কলেজ ।

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : অধ্যাপক প্রদীপ কুমার রায় ও শ্রীযুক্ত তন্ময় অধিকারী (ছাত্র) ।

কপিরাইট : শীতলকুচি কলেজ ।

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ : .... প্রেস
মাথাভাঙা
মুঠো :

কলেজ সভাপতির কিছু কথা

ভারত নানা মত ও নানা পথের সমন্বয়ের ভূমি । বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন ভূমি । এই মিলন ভূমি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ । যার প্রান্ত দেশে অবস্থিত দীর্ঘ দিনের রাজশাসনে এবং এক শ্রেণীর ক্ষমতালোভীর শাসনে জর্জরিত কোচবিহার জেলা । যে জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা শীতলকুচিতে আমরা কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সবদিক থেকেই পিছিয়ে পড়েছি । অনেক স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭৭ সালে ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলাম আমরা । কিন্তু ৩৪ বছরে আমাদের সেই সযত্ন লালিত সাধের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার, শিল্পে নেমে এসেছে শূন্যতা, শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে অন্ধকার । ৩৪ বছরে বেকার প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ । যে বাংলা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছিল দ্বিতীয় স্থানে, উন্নততর বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকালে ৩৫-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ৩৩-তম স্থানে নেমে এসেছিল । শিক্ষায় 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম' - এই স্লোগান শুনিয়ে প্রাথমিক থেকে ইংরেজি শিক্ষা তুলে বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির মত কোচবিহারের মধ্যবিত্ত, দুস্থ হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানদের গোঁড়ার শিক্ষাব্যবস্থাকে শেষ করে দিয়ে তাদের ইট ভাটার কাজ করতে সক্ষম করেছে । অথচ মহামান্য সরকার বাহাদুরের নেতাদের বাড়ির ছেলেরা শুরু থেকেই বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়ামে শিক্ষা লাভ করে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে । প্রাথমিকস্তরে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে গোড়া থেকেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যখন দেখল যে তাদের ভিত দুর্বল হয়ে গেছে তখন আবার ইংরেজি শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিয়েছিল ।

বর্তমানে বাংলার মানুষ এই অপদার্থ সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সূর্যোদয় ঘটিয়েছেন । যে সূর্যের আলোতে আছে মাধুর্যতা, নমনীয়তা, কোমলতা, ধৈর্য, বীর্য প্রভৃতি গুণ । যে আলোতে উজ্জীবিত হয়ে বাংলার মানুষ আবার সাহস অর্জন করে বলছে, 'বল বল বল সবে, শতবীণা বেণু রবে ।' পশ্চিমবঙ্গ আবার ভারত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ।

গত ৩৪ বছরে অপদার্থ সরকারের জমানায় অন্যান্য জায়গার মতো শীতলকুচিও ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে শত যোজন পেছনে, এত বড় ব্লকে হাতে গোনা কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও মাত্র তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যেখানে উচ্চশিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই হয়নি । সাধারণ গরীব ও মেহনতি মানুষের অসংখ্য ছেলে-মেয়েরা যাতে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে আসতে পারে তার জন্য বিরোধীদের পক্ষ থেকে ছিল শুরু থেকে আন্দোলন ও বিশেষ কর্মসূচি । যার সুদূরপ্রসারী ফল হল আজকের এই মহাবিদ্যালয় । এর ফলে সিতাই ও শীতলখুচি ব্লকের সহস্রাধিক ছেলে-মেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দূরবর্তী কোচবিহার, দিনহাটা বা মাথাভাঙ্গা কলেজ না গিয়ে সময় এবং অর্থ বাঁচিয়ে এখানেই পড়াশোনা করতে সক্ষম হয়েছে । আজকে এখানকার জনসাধারণ এই সুদূরপ্রসারী আন্দোলনের ফলভোগ করছে হাতে নাতে ।

এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে শীতলকুচি, সিতাই ব্লকের বিশেষ করে শীতলকুচির ব্যবসায়ী, প্রাথমিক, উচ্চ- মাধ্যমিক শিক্ষক, সহকারী চাকুরিজীবী, কৃষক সহ সমাজের নানা অংশের মানুষ আর্থিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন । তাদের এই স্বেচ্ছাকৃত দান না হলে হয়তো অতীতের এই আন্দোলন তার যথার্থ রূপ লাভ করতে পারত না।

আমরা আশা রাখছি, সর্বগ্রাসী করোনা মহামারীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও এই মহাবিদ্যালয় আরও দ্রুততার সঙ্গে শ্রী- বৃদ্ধি ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের সুপ্ত বাসনা পূরণে সক্ষম হবে এবং রাজনীতিমুক্ত মহাবিদ্যালয় গঠনে এগিয়ে যাবে ।

২১-শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

আবেদ আলি মিঞা
সভাপতি
পরিচালন সমিতি, শীতলকুচি কলেজ ।

অধ্যক্ষের কথা

বিগত ১৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ থেকে মোটামুটি নিশ্চিন্তে অন্যান্য বিদ্যায়তনের মত শীতলকুচি কলেজও মুখোমুখি পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে । প্রায় এক বছর আট মাস ধরে ঘরবন্দী দশার পর কলেজ প্রাঙ্গণ আবার ভরে উঠেছে ছাত্র-ছাত্রীদের নিত্য আনাগোনায় । কিন্তু যে বিদ্যায়তনিক ক্ষতি হয়েছে তা কবে পূরণ হবে বলা মুশকিল । এ সময়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে এই পর্যায়ের ঘাটতি পূরণ করবার জন্য তাদের নিষ্ঠা সহ নিবিড় পড়াশুনা করতে হবে । জীবন, সময় আপনগতিতে চললেও সচেতন মানুষের ভূমিকা অস্বীকার করবার উপায় নেই ।

করোনা অতিমারির কবলমুক্ত সময়ের পঠন-পাঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন উদ্যম আমাদের মনে আশা জাগায়, ভরসা তৈরি করে । এরকম সময়ে নতুন আশা নিয়ে **'অন্বেষা'**র আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হল । ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা-কর্মী সকলের সহযোগিতায় এই সংস্করণ নতুন ভাবে সেজে উঠেছে । এই সংস্করণে সৃজনশীলতার ছাপ রয়েছে ।

অন্বেষার প্রকাশ শীতলকুচি কলেজের সামগ্রিক মননের প্রকাশ । কলেজ ক্যাম্পাস গঠন, পঠন-পাঠন, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক নানা কর্মকান্ডের সমাহারে শীতলকুচি কলেজ এগিয়েই চলেছে । ছাত্র-ছাত্রীরা স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভাল ফল করছে । শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকাতেও ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করছে । তাদের এই ফলাফল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে । আরও বেশি করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিবিড় পাঠে উৎসাহ দান প্রয়োজন । এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের নানা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করছে । এ বড় সুখের ও আশার বিষয় ।

শীতলকুচি কলেজের মূল লক্ষ্য হল উৎকর্ষ একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া । এই লক্ষ্যে সকলের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । পশ্চাদপদ একটি এলাকায় মাথাতুলে দাঁড়িয়ে আছে । আর এ কারণেই শীতলকুচি কলেজ সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এবং আঞ্চলিক স্তরে তার অগ্রগতির বিজয় নিশান উড়াচ্ছে । তবে ঐ একটি কথা সকলের সতত মনে রাখা প্রয়োজন - শীর্ষে ওঠা কঠিন কিন্তু শীর্ষে টিকে থাকা আরও বেশি কঠিন । দু'দশকের বেশি সময় ধরে শীতলকুচি কলেজের সংশ্লিষ্ট সকলেই হয়তো বা কথাটি মনে রেখেছে । তাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তার অগ্রগতি অব্যাহত ।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, ধীরে ধীরে কলেজের পঠন-পাঠনে ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে । বর্তমানে কলেজের মোট ছাত্র-ছাত্রীর ষাট শতাংশই ছাত্রী । নারীশক্তির এই এগিয়ে চলা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক । নারীশিক্ষাই পিছিয়ে পড়া এলাকার অগ্রগতির প্রাথমিক শর্ত ।

আমরা আশাবাদী, আগামী দিনে শীতলকুচি কলেজ তার প্রতিশ্রুত লক্ষে পৌঁছাবে । তবে এই যাত্রা পথও কম আনন্দের নয় ।

২১-শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ড. আফজাল হোসেন

অধ্যক্ষ

শীতলকুচি কলেজ ।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের কলম

সময়টা ছিল ১৬-ই মার্চ, ২০২০ সাল । কোভিড-১৯ ভাইরাসের আক্রমণে সমগ্র বিশ্ব যে অতিমারিতে কেঁপে উঠেছিল, তার আতঙ্ক এসে আছড়ে পড়ল ভারতবর্ষেও । শুরু হল লকডাউন । গোটা দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সমগ্র সামাজিক জীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল । এমতাবস্থায় শীতলকুচি কলেজ নিয়মিতভাবে প্রতিবছর যেভাবে কলেজ পত্রিকা **'অন্বেষা'** প্রকাশ করে থাকে, সেই শুভ উদ্যোগে ভীষণভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় । এই প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও কলেজ অধ্যক্ষ ড. আফজাল হোসেন মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা শুরু হয় ।

কলেজ বন্ধ থাকার দরুন প্রতিবারের মত লেখা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । সোশ্যাল ডিসটেন্সিং-এর কারণে লেখা-পত্র সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পরে । ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করতে গিয়ে গভীর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । বহু প্রচেষ্টার অবসানে পত্রিকা প্রকাশ করার কার্য সম্পন্ন হয় ।

বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু গুণমান সম্পন্ন সৃজনশীল লেখা পাওয়া যায় । তথাপি, সমগ্র কলেজব্যাপী অজস্র ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ প্রকাশ আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে । সৃজনশীল ছাত্র-ছাত্রী ও কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের রচনা প্রদান করায় **'অন্বেষা'** প্রকাশের পরিসর এক লহমায় বৃদ্ধি পেয়েছে । স্থান পাওয়া সমস্ত রচনাই যে শিল্পগুণান্বিত এ দাবি করা যায় না, তবে কিছু রচনা রে শিল্পসফল একথা বলা যেতেই পারে । কিছু ত্রুটি হয়তো থেকে গেছে, সেই ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ প্রত্যাশা রাখি ।

শীতলকুচি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি জনাব আবেদ আলী মিঞার সহযোগিতা ও প্রেরণার জন্য তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি । মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ড. আফজল হোসেন মহাশয় যেভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার জন্য তাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই । আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রদীপ কুমার রায় মহাশয়কে । যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুচিন্তিত মতামত পত্রিকা প্রকাশের পথটিকে সুগম করে তুলেছে । পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের যাদের আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় পত্রিকা প্রকাশের এই শুভ উদ্যোগ সফল হয়েছে । আশা রাখি, অনাগত সময়েও শীতলকুচি কলেজ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে তার সৃষ্টিময় ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।

২১-শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ অধ্যাপক বিপ্লব দেবনাথ ।

পরিচালন সমিতি, শীতলকুচি কলেজ

১. জনাব আবেদ আলী মিঞা
(সভাপতি, পরিচালন সমিতি, সরকার প্রতিনিধি)

২. ডক্টর আফজাল হোসেন
(অধ্যক্ষ, সম্পাদক)

৩. শ্রী তপন কুমার গুহ
(সদস্য, সরকার প্রতিনিধি)

৪. শ্রী সুনীল কুমার প্রামানিক
(সদস্য, সরকার প্রতিনিধি)

৫. অধ্যাপক ভগিরথ রায়
(সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি)

৬. অধ্যাপক পঙ্কজ কুমার দত্ত
(সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি)

৭. অধ্যাপক প্রদীপ কুমার রায়
(সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি)

৮. অধ্যাপক হরেকৃষ্ণ সরকার,
(সদস্য শিক্ষক প্রতিনিধি)

৯. অধ্যাপক জগন্নাথ বসু
(সদস্য, শিক্ষক প্রতিনিধি)

১০. জনাব আতিউর রহমান
(সদস্য, শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি) ও

১১. শ্রী বাবলু বর্মন
(সদস্য, শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি) ।

Teaching Staff

Principal: - Dr. Afzal Hossain

Department	Name of the Teacher	Designation
Arabic	1. Hossain Ali 2. Md. Sahabaz Alom	SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Economics	1.Alokesh Bhattacharya	SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Education	1.Ujjal Barman 2.Mridul Islam 3. Biswajit Barman	SACT SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Geography	1.Dr. Sangeeta Roychowdhury 2. Vacant 3.Dr. Dipanjana Chakraborty 4.Md. Mozammel Rahaman 5.Tanmoy Pramanik	Assistant Professor …….. Assistant Professor SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Philosophy	1. Dipanjan Das 2. Chandan Barman 3. Krishnakanta Debnath 4. Pankaj Kr. Dutta 5. Mithu Saha	Assistant Professor Assistant Professor SACT SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Sanskrit	1. Protap Roy 2. Sukhinath Mitra 3. Sanjay Barman	SACT SACT SACT

Central Lybrary	Name of the Lybrarian	Designation
	1. Priyanko Sen	1. Assistant Lybrarian

Department	Name of the Teacher	Designation
Bengali	1. Pradip Kr. Roy 2. Ananta Rava 3. Halima Khatun 4. Bidhan Chandra Barman 5. Dr. Dhananjay Roy 6. Lipi Paul 7. Samir Ranjan Barman 8. Parvin Khatun	Assistant Professor Assistant Professor SACT SACT SACT SACT SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
English	1. Jagannath Basu 2. Biplab Debnath 3. Amitava Chakraborty	Assistant Professor Assistant Professor SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
History	1. Harekrishna Sarkar 2. Sahidul Islam 3. Manik Paul 4. Surojit Barman 5. Prosenjit Ray	Assistant Professor Assistant Professor Assistant Professor SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Physical Education	1. Suchitra Sarkar 2. Shova Barman	SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Political Science	1. Dr. Afzal Hossain 2. Dr. Manabendra Roy 3. Moksedul Mamin 4. Jiarul Miah	Principal Assistant Professor SACT SACT

Department	Name of the Teacher	Designation
Socilogy	1. Sankar Barman 2. Aparna Saha	SACT SACT

Non-Teaching Staff

Sl. No	Name	Designation
1.	Vacant	Head Clerk
2.	Vacant	Accountant
3.	Utpal Hui	Cashier
4.	Md. Atiur Rahaman	Typist
5.	Md. Jakir Hossain	Library Clerk
6.	Apurba Kr. Jha	Liboratory Attendent
7.	Bablu Barman	Peon
8.	Md. Saharuddin Mia	Peon
9.	Dipcharan Barman	LD Clerk
10.	Abhishek Paul	Electrician come Caretaked
11.	Md Musa Karimulla	LD Clerk
12.	Devi Barman	Guard

Casual Staff

Sl. No	Name
1.	Biswajit Roy
2.	Asmita Pramanik
3.	Rajesh Basfore
4.	Baburam Barman
5.	Rupan Devnath
6.	Mostafizur Rahaman
7.	Tanushree Roy Singha
8.	Ratan Paul
9.	Sahera Khatun
10.	Parvin Suraiya Ahmed
11.	Shreyashi Barman

সূচীপত্র

কবিতা		পৃষ্ঠা
১. মহাপুরুষ -	পঙ্কজ কুমার দত্ত	- ১
২. আসন্ন সন্ধ্যা বেলা -	বিক্রম দে	- ১
৩. করনা -	তাপসী সরকার	- ২
৪. নারীর স্বাধীনতা -	নন্দিতা বর্মন	- ৩
৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা -	উত্তম বর্মন	- ৪
৬. ভারতীয় দর্শন -	অভিজিৎ বর্মন	- ৪
৭. বালেশ্বর রেল দুর্ঘটনা -	লবাব হোসেন	- ৫
৮. আমি ট্রেন -	ফিরদৌস রহমান	- ৫
৯. অবুঝ উপকারী -	প্রভাকর চন্দ্র বর্মন	- ৬
১০. পুরুষ -	রাহুল দেবনাথ	- ৭
১১. একা হয়েও একা নই -	আর্ঘ্যজ্যোতি পোদ্দার	- ৮
১২. আরও একটি বসন্ত -	পূজা পাল	- ৯
১৩. জীবন -	আলমগীর মিঞা	- ৯
১৪. এখন জীবন -	সায়নী পাল	- ১০
১৫. অঘোরী -	প্রদীপ কুমার রায়	- ১০
১৬. বিষন্নতার আড়ালে -	আশিস দাস	- ১১
ফটগ্রাফি		
১৭. গোধূলি লগন -	সঞ্চয়িতা ঘোষ	- ১২
গল্প		
১৮. সেই রাত -	প্রত্যশা সাহা	- ১৩
১৯. বাস্তব স্বপ্ন -	সাগরিকা পাল	- ১৩
২০. তালমা -	বিপ্লব দেবনাথ	- ১৪
ছবি		
২১. বালিকা বধূ -	নিষ্ঠা সাহা	- ১৬
২২. প্রক্ষালন -	আশিক ইসলাম	- ১৭
প্রবন্ধ		
২৩. সমাজ মাধ্যম খ্যাত সংগীতজ্ঞ -	অমিতাভ চক্রবর্তী	- ১৮
২৪. শিশু অপুষ্টি ও নারী -	ইজিদুল মিঞা	- ২০
ছবি		
২৫. মধুমালতি -	রিয়া সাহা	- ২২
২৬. Port -	Dipanjana Chakraborty	- ২৩

মহাপুরুষ

হে মহাপুরুষ, হে মহাত্মা,
তোমার মহত্ত্বের কথা
মনে পড়ে আজিকে ।
কত যতনে রাখিছে তোমার চিত্র
সবার গৃহে গৃহে।
পড়িছে সবাই তোমার কর্মধারা
মনের অন্তরে জন্মেছে
ত্রাস, বোধ ও শিক্ষা।
রাখিতে পারে না সবাই
তোমার মতো করে ।
আমি মনে করি কেমনে তুমি
দিয়েছ তোমার আহূতি
এই বিশ্ব-ভান্ডারে।
তোমার এই গৌরব, খ্যাতি
মুছে যাবে না কোনো মতে ।
তাই মনে করে আমি
জাগিয়েছি অন্তর,
এই বিশ্ব জগতে রাখিতে চাই
তোমার মতো করে
আমার এই আলোক স্মৃতি।

অধ্যাপক পঙ্কজ কুমার দত্ত
দর্শন বিভাগ ।

আসন্ন সন্ধ্যাবেলা

হঠাৎ করে আজ বিকেলে সূর্যিমামা
চটজলদি গেল অস্তাচলে
ঠিক তখনই বাঁকা গাঁয়ের পথ বেয়ে
নেমে এলো একরাশ
সন্ধ্যাতারা; বলছে যেন আসন্ন
যে শীতের বেলা ।
ঝাপসা আলোয় মেঠো পথে ফিরছে কৃষকেরা
ঘরে দলে দলে,
জ্বলছে দীপ ও ধূপ ঘরে ঘরে,
ব্যস্ত শিশুগণ নিজ নিজ পাঠে ।

বিক্রম দে
দ্বিতীয় সেম. ভূগোল বিভাগ ।

করোনা

করোনা আর করোনা
দেশজুড়ে আজ শুধুই করোনা ।
প্রত্যেকটা মানুষের শুধুই একটাই ভয়
আমারো যদি করোনা হয় ।

তাই আজ দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন
এই করোনা যদিও পৃথিবীকে ধ্বংস করতে এসেছে,
তবুও বলছি এর ভালো দিকও রয়েছে ।

কেউকি একবারও পেছন দিকটা তাকিয়ে দেখেছেন
এখন আর সংবাদ মাধ্যমে নিউজ চ্যানেলে
মেয়েদের সম্মান নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলছে ?
এই সংবাদগুলি আর আমরা দেখতে পাইনা ।

এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস
আজ মনে হয় পাপ নামের দূষণ থেকে মুক্ত,
কেউকি ভেবে দেখেছ আজ রাজনৈতিক দলগুলি
সব একই কাজে যুক্ত ।

দেশকে করো করোনা মুক্ত
তারা নিজের দ্বন্দ্ব ভুলে...।

আজ চাকরি করা বাবা মায়েরা রয়েছে বসে ঘরে
সন্তানদের শাসন আর ভালোবাসা দিয়ে
শুধু নেই সেই বাবা মায়েরা, যারা
জীবন জীবিকার চাহিদায় রয়েছে বিদেশে ।

তাদের দিকে কারও কোনো খেয়াল নেই
কারণ তারা যে গরীব মানুষ
তারা মরলো না বাঁচলো তাতে আমাদের কি -
আমরা তো বাড়িতে AC ঘরে বসে কফির
কাপে চুমুক দিচ্ছি।

এদিকে সেই গরীব মানুষগুলো অনাহারে
জীবন কাটাচ্ছে,
অনাহারে মৃত্যু, এই কথাটা অবশ্য বইয়ের
পাতায় অনেক বার পড়েছি ।

কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি
অনাহারই মৃত্যু কতটা যন্ত্রণা দায়ক
আজ সেই দৃশ্য করোনা ভাইরাস দেখিয়ে দিল
স্টেশনে পড়ে থাকা সেই ২৩ বছরের মৃত
মায়ের কথা মনে পড়ছে ।

যিনি না খেয়ে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন
তার কোলে থাকা অসহায় শিশুটা মায়ের
আঁচল ধরে টানছে ।

শিশুটা হয়ত ভাবছে মা ঘুমোচ্ছে
সে তো আর বুঝতে পারছে না
সে জানে না তার মা চিরজীবনের মত ঘুমিয়ে পড়েছে ।

এরকম অনেক মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের
চেয়ে দেখতে হয়েছে ।
তবু কি আমাদের কিছুই করার নেই,
আমরা কি পারি না সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ।

তাপসী সরকার
চতুর্থ সেম. ভূগোল বিভাগ ।

নারীর স্বাধীনতা

নারী তুমি যদি আজ স্বাধীন হতে,
তাহলে কি তোমায় শিখল বাঁধা পায়ে হাঁটতে হতো ?
নারী তুমি যদি আজ স্বাধীন হতে,
তাহলে কি তোমায় সমাজের চোখে বোঝা হয়ে থাকতে হত ?
নারী তুমি যদি আজ স্বাধীন হতে,
তাহলে কি নারী তুমি ধর্ষিত হতে ?
নারী তুমি যদি আজ স্বাধীন হতে
তাহলে কি আজ নারী-পুরুষ ভেদাভেদ বিরাজ করত ?
নারী তুমি যদি আজ স্বাধীন হতে
তাহলে কি তোমায় স্বার্থের সর্বস্ব দিতে দিতে প্রাণত্যাগ
করতে হত ?
এই সমাজে নারীর স্বাধীনতা কই ?
কোথায় নারীর স্বাধীনতা ?

নন্দিতা বর্মন
চতুর্থ সেম. বাংলা বিভাগ ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আকাশে ঝরা তারা,
তুমি জগতের সবচেয়ে আলোকিত তারা ।
চিন্তা বিচারে অনবদ্য তোমার প্রকাশ,
প্রজ্ঞার জ্যোতি ছড়িয়ে রইলে সবার আশা ।

সৃষ্টি রহস্য তুমি বুঝিয়েছ সবারে,
প্রজ্ঞার সমুদ্রে ছড়িয়ে সবার মাঝে ।
প্রেমের সাগরে কথা বলে কবিতা, গান ...
হৃদয়ে ছড়িয়ে নিতে চায় সবার মন ।

পথ প্রদর্শক হলে তুমি জ্যোতির আলো,
ভবিষ্যতের সময় করে তুমি আগত চিহ্ন ।
শিক্ষার প্রস্থানে পথ দেয় তোমার নাম,
বুদ্ধিমত্তা দিয়ে পূর্ণ করে সবার কাম ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আলোকিত আকাশে,
তোমার সঙ্গে পূরণ হউক সবার ইচ্ছে ।
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তুমি হও পথিকর,
আনন্দে সীমাহীন কর সবার জীবনবর ।

উত্তম বর্মন
চতুর্থ সেম. দর্শন বিভাগ ।

ভারতীয় দর্শন

ভারতীয় দর্শন, মহাজ্ঞানে শিশির ফুল,
উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতের মহান সূত্রধর ।
বিচারে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে আত্মবিশ্বাস,
আলোকিত করেছে জগতের নবজীবনের পথ ।
উদাত্ত ভাবনা, আনন্দের সীমাহীন কণা,
ভারতীয় হৃদয়ে রয়েছে আকর্ষণীয় প্রান্তে ।

মহাপুরুষের উচ্ছ্বাসে পথে হউক তোমার বাতাস,
ধর্মের শক্তি সঙ্গে প্রভুত্ব স্থাপন কর ।
মনোবুদ্ধির সীমাহীন কর প্রগতির পথ,
আনন্দে উজ্জ্বল কর ভারতের নবজীবন ।

ভারতীয় দর্শন, মহাজ্ঞানে আলোকিত হলে,
সমগ্র প্রপঞ্চে ছড়িয়ে যাবে শান্তির সূত্রধর ।
জ্ঞানের আলোকিত পথে সবাই একত্রিত হবে,
ভারতের মহান দর্শনে মিশে যা বিশ্ববাস ।

অভিজীৎ বর্মন
চতুর্থ সেম. দর্শন বিভাগ ।

বালেশ্বর রেল দুর্ঘটনা

আমি দোষী আমি পাপি আমি বালেশ্বর
আমার এখানে রক্তক্ষয়ী কেন হল ঈশ্বর ?
রাতটা ছিল অভিশপ্ত সেই ২ রা জুন
শত শত নিরপরাধ মানুষ নিমেষে হল খুন ।
রক্তভরা খুনের মাটি দিয়ে হলাম আমি লাল
সবাই আমার রক্তের দাগ মনে রাখবে চিরকাল ।
প্রার্থনা করি সকল আত্মা শান্তি পাক
হে প্রভু, কেন তুমি দিলে এতবড় অভিশাপ ।
হে সখা, তুমি নও দোষী, আসল দোষী আমি
এত বড় অভিশাপ জনিনা ক্ষমা করবে কিনা তুমি ।
করমন্ডল এক্সপ্রেস আমি, আমি বড় যন্ত্র দিয়ে তৈরি
এজন্যই তো আমার এত করুণ গতি ।
আমার জন্যই আজ এত মানুষ খুন
গতিই ছিল আমার অহংকার যিনি, তাই তো তার জন্য হলাম খুনি
তবুও দোষ শুধু আমার ছিল না,
ছিল মোদের সবার ।
তাই তো আজ শত শত প্রাণ গেল আবার,
মায়ের কোল খালি হলো সবার ।

লবাব হোসেন
চতুর্থ সেম. দর্শন বিভাগ ।

আমি ট্রেন

মোদের নাইকো কোনো আরাম,
মোরা চলি অবিরাম ।
জানো মোরা চাইলে আরাম,
মোরা চাই শুধু একটু লাগাম ।
সারা দিন রাত চলি মানুষের লাগি,
তাদের আদান-প্রদানের তরে মরি ।

প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের সমাগম,
মোদের উপর চলে কত শত কলরব।
কোন মোরা চাই নাকো আরাম ।
কে আসে, কে বসে, কে ঘুমায় ...
চলে যায় দিবারাতি ।
কভু দেখেনি আমি ওদের পৃথক করে।
ওরা হিন্দু নাকি মুসলিম জাতি ।
জানো তবুও মোদের অপমান হয়;
লোকে বলে মোরা নাকি নোংরা,
মোদের নাই কো পরিচ্ছন্নতা।
মানুষের লাগিয়া চলি,
মানুষের সাথে ঘুরি ভালোবাসার বন্ধনে।
তাদের কথায় বলি অবিরাম,
তাদের ইশারায় ধাবিত হই।
জানো মোরা চাইনাকো আরাম ।
ওরা চালিত করে অজ্ঞের ন্যায়;
দোষী হই আমি অসহায় ট্রেন।
ক্ষমা করে দিও মানব জাতি ...
পারিনি রক্ষা করিতে,
কেমনে যেন হয়ে গেলো এক পলকে
আমায় ক্ষমা করে দিও মানব।
আমার কানে ভেসে আসে হাজারো আর্তনাদ,
আমি হেরে গেছি আমার বাহুতে আগলে রাখতে ।
ক্ষমা করে মানব, ক্ষমা করে দেশবাসী ।
জানো মোরা চাই নাকো আরাম,
মোরা চলি অবিরাম ।

ফিরদৌস রহমান
চতুর্থ সেম. দর্শন বিভাগ ।

অবুঝ উপকারী

কখনও উপর থেকে নীচে
কখনও বা এঁকে বেঁকে,
আমি সেই ছোট্ট ফোঁটা
বেয়ে বেয়ে হচ্ছি বড় ...।

বড় হয়ে দেখি,
সবাই করছে আমায় ব্যবহার
উন্নতির সব সত্যি খেলায়;
চলছে আমার ওপর অস্ত্রপচার ।

আমি তো সবার উপকারী
করি না কারও অপকার
ও তাই বুঝি ওই সভ্যগুলো;
করছে আমার সাথে দুর্ব্যবহার ।

প্রভাকর চন্দ্র বর্মন
চতুর্থ সেম. ইংরাজি বিভাগ ।

পুরুষ

পুরুষ মানেই যন্ত্রণাধীন,
পুরুষ মানেই চেতন ।
পুরুষ মানেই বিজয় রথ,
পুরুষ উড়ায় কেতন ।
পুরুষ মানেই শক্ত হাত,
বিস্মিত এক রতন ।
পুরুষ মানেই গর্জে ওঠা,
সব নিরাশার পতন ।
পুরুষ মানেই বাবার স্নেহ,
অপত্যের অশেষ যতন ।
পুরুষ মানেই শক্ত চোয়াল,
সামলায় রাজার মতন ।
পুরুষ মানে হিংস্র দানব,
কঠিন প্রলেপযুক্ত মন ।
পুরুষ মানেই অর্থব্যায়ী,
উদার জীবন যাপন ।
পুরুষ মানেই মেঘলা আকাশ,
বৃষ্টিহীন, দু'চোখ করেছে পণ ।
পুরুষ মানেই নারীর ললাট,
রঙ্গীন হয় লাল ।
পুরুষ মানেই বিদায় বেলায়,

বিধবার অশ্রু, ঝরলো কত কাল !
পুরুষ মানেই ঘামের গন্ধ,
হাতে পরিশ্রমের দাগ ।
পুরুষ মানেই প্রেম ভরা বুক
মনে হাজার অনুরাগ ।
পুরুষ মানেই কালজয়ী
বারবার এনেছে স্বাধীনতা ।
পুরুষ মানেই পথ প্রদর্শক
কত না জাতির পিতা ।

রাহুল দেবনাথ
ষষ্ঠ সেম. ভূগোল বিভাগ ।

একা হয়েও একা নই

পড়ন্ত গোধূলিলগ্নে
তার সাথে হয়েছিল শেষবারের মতো দেখা...

তার অশ্রুসিক্ত চোখ, মুখে আটা কুলুপ
আমায় জানায়নি সে আমায় করে যাবে একা !

আমায় যদি সে একটিবার জানাতো
সবটা খোলসা করে বলতো
তাহলে আমিও নিতাম মানসিক প্রস্তুতি;

সে একটা প্রশ্ন করবার সুযোগও দিলো না...
সমস্ত জীবনটা আমায় করে একা
চোখের পলকে সবকিছুর ঘটিয়ে গেলো ইতি !

সে আমায় একা রেখে গেলো...
আড়ালে আবডালে বলে গেলো আমায় যে ...
থেকে দেখাও আমাকে ছাড়া !

তার স্মৃতি নিয়েই আমি চালিয়ে যাবো ।
এই একা থাকার লড়াই ...
সমাজকে বুঝতে দিবো না, যে আমি খুব তুমি-হারা !

তবুও, লড়াইটা আমি চালিয়ে যাবো
আমি জানি, আমি তাকে খুব কাছে পাবো...

সে আমায় একা ছাড়তে ব্যর্থ
সে নিজেও জানে না এ বিষয়ে...

লড়াইটা আমি শেষ অবধি চালিয়ে যাবো
কারণ সে আছে, মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে ।

অর্ঘ্যজ্যোতি পোদ্দার
ষষ্ঠ সেম. ইংরাজি বিভাগ ।

আরও একটি বসন্ত

আরও একটি বসন্ত চলে এলো,
কিন্তু আমি আজও শরতের বিকেলে শুকনো বৃক্ষের তলে
সেই স্মৃতির চাদর মুড়িয়ে বসে আছি ।

আরও একটি বসন্ত চলে এলো,
কিন্তু বোল হারিয়ে নিশ্চুপ আমার মনের বসন্ত আজও
কুহু সুরে বসন্ত বরণ করেনি ।

আরও একটি বসন্ত চলে এলো,
চারিদিকে যখন নতুন কুঁড়ি মুকুর পাপড়ি ফোঁটায় ব্যস্ত
তখনও আমার প্রণয় পাপড়ি ফোঁটাতে পারেনি ।

আরও একটি বসন্ত চলে এলো,
কিন্তু বসন্ত যৌবনমুখর প্রতিটি সময় আনন্দের
জোয়ারে ভাসছে আর অগ্নিঝরা যৌবনে আমার অনীহা
সাগরে ডুবছে ।

আরও একটি বসন্ত কেটে গেলো,
তোমাকে ভালোবেসেই, তোমাকে মনে করেই, তোমার স্মৃতি নিয়েই, তোমার অবহেলা নিয়েই ।

আরও একটি বসন্ত চলে গেল ।

পূজা পাল
দ্বিতীয় সেম. বাংলা বিভাগ ।

জীবন

মানুষের জীবনের নাই কোনো বিশ্বাস,
আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে নিঃশ্বাস ।
জীবন নিয়ে করো নাকো হেলা,
জীবনের দাম দিতে হবে পরের বেলা ।

জীবনের শিক্ষা হয় একবার,
তার কথা মনে পড়ে বারবার ।
জীবন যখন থাকবে না দেহে,
তখন বুজবে তুমি জীবনের মানে !

আলমগীর মিঞা
ষষ্ঠ সেম. ইতিহাস বিভাগ ।

এখন জীবন

শেষরাতের গানে আজও সেই সুর !
গোলাপগুলো জমতে জমতে বাগান হলো
পাতাগুলো হলদে
দেয়া হয়ে উঠলো না !
পুরোনো দিন আরও পিছু ফেরে
অতীত কূহকে কপালের রেখা বাড়ে, দু'একটা
আর বেশী কিছু নয়

ভাবলেশ হীন মুখ, নিরুত্তর চোখ, সপ্রশ্ন চেহারা
রাস্তা খুঁজে বেড়ায় আজও
বিন্দু বিন্দু সময়, উতল হাওয়ার ঢেউ
জীবন আজকাল এরকমই
এই বা মন্দ কী ?

সায়নী পাল
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ ।

অঘোরী

রাত জাগা পাখিরা
বলে গেল -
হে অঘোরী
ভোরের গান গাও ।
আমি তখন
পচাগলা শবের উপর দাঁড়িয়ে
সময়ের চাকা ঘোরাই
প্রাণপণে -
চলে আসে চলোচ্ছবি
শশাঙ্ক-অশোক-সমুদ্রগুপ্ত ।
শারদের শিউলি ঝরা পথে পথে

নীলাকাশ দিঘি টলমল
বাংলার -
বেছে বেছে ছবি তুলে রাখি
আগামীর তরে ।
তবু
ভরসাহীন আমি
হাতড়াতে থাকি নব আলো -
দেখিতে পাইনে -
হৃদয়ের গভীর গহনে
শত শত আলোকবর্ষ পরে
একবিন্দু সূচিভেদ্য জোনাকির আলো ।

অধ্যাপক প্রদীপ কুমার রায়
বাংলা বিভাগ ।

বিষন্নতার আড়ালে

হাটছি কি সঠিক পথে নাকি পরে রয়েছি
আধুনিকতার বেড়াজালে ।
সময় আসে সময় যায় পড়ে থাকি চার দেওয়ালে ।
উড়ন্ত মনের ফুরন্ত চাওয়া নিমেশেই মিলিয়ে যায়
আবার কখনো গর্ব হয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াই ।
খানিক পরেই ভাবনা-চিন্তা সবেরই হয় ছুটি,
নিপুণ হয়ে আবার ভাবি হতেই পারি যোগ্য লাঠি !
জীবনযুদ্ধে তর্ক করে হারি প্রতিবার
স্বপ্ন যখন আকাশছোঁয়া, ব্যাস বিষন্নতায় হার ।
ভাবতে যাই এগোবো খানিক, সমাজের দরবারে
দশা দেখে পিছিয়ে রয়ে যাই চার দেয়ালের ঘরে ।
পরিস্থিতি কখনো ভালো, কখনো বিষন্নতা
মনের এই অনন্ত ভাবনা নিমেষই হয় বৃথা ।
সহস্র লক্ষ যুব সমাজ তাইতো আজ ঘরে
খুঁজতে থাকি সকল উত্তর বিষন্নতায় হেরে ।

আশিষ দাস
চতুর্থ সেম. ভূগোল বিভাগ ।

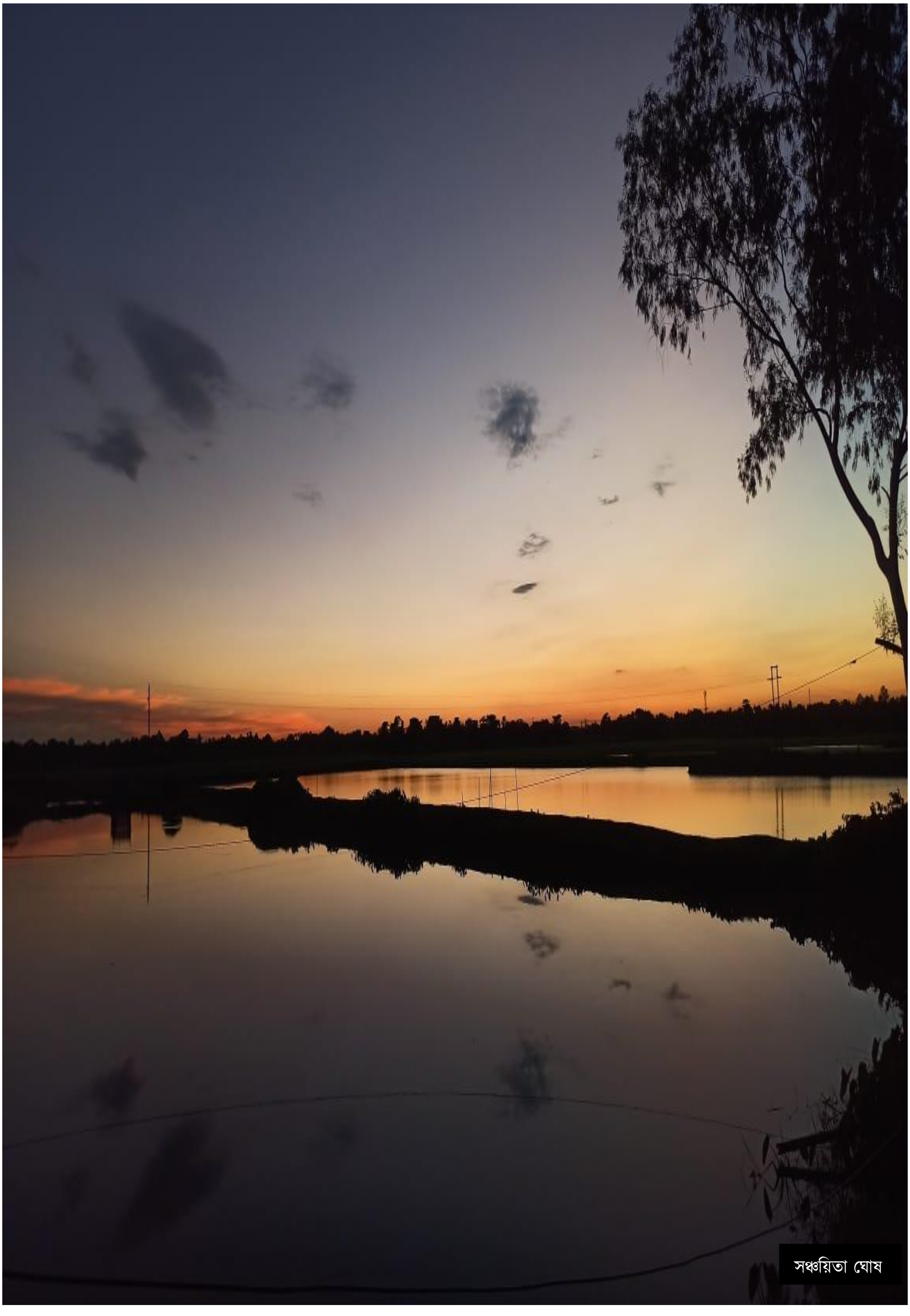

গোধূলি লগন

সেই রাত

রাত তখন সাড়ে এগারোটা , আমরা বাবাকে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়িতে ফিরছিলাম। গ্রামে বাড়ি হওয়ার কারণে শহরে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখাতে হল। আমাদের এখানে কার্ডিওলজিস্ট নেই । তাড়াতাড়ি করার জন্য ড্রাইভার কাকু মাকে বললেন, "কাকিমা ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা আছে। ওটা দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হবে।" মা বললেন, "ঠিক আছে । চলো ।" অমাবস্যার রাত রাস্তা শুনশান অন্ধকারাচ্ছন্ন। এদিকে আবার ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। ঝড়ের গতি বাড়তে থাকায় আমাদের গাড়িটা একটা জায়গায় থামলো। রাস্তাটা আমাদের কাছে একদম অপরিচিত, শুধু ড্রাইভার কাকু চেনেন । অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ঝড় একটু শান্ত হতেই আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখি রাস্তা গাছের ডাল-পালায় বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বাবা আর কাকু গাছের ডাল সরাতে ব্যস্ত । বৃষ্টি তখন থেমে গেছে । তাই আমি আর মা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। গ্রামের রাস্তা চারিদিকে শুধুই অন্ধকারের ঘনঘটা । হঠাৎই একটা তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজ যেন হাওয়ায় সাথে ভেসে এল আমার কানে। প্রথমে ভাবলাম, আমি হয়তো ভুল শুনলাম। কিন্তু না, আবার শুনতে পেলাম কান্নার শব্দ । মনে হল, কান্নাটা যেন পেছন থেকে আসছে। আমি তৎক্ষণাৎ মাকে কথাটা বলতেই মা মোটেও পাত্তা না দিয়ে বললেন, "কোথায় ? না তো !" আমি তবুও স্থির হতে পারছি না। রহস্যময় কান্নার শব্দ আমাকে বারবার নাড়া দিচ্ছে। আমি মা-কে না জানিয়েই মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে কান্নার শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যতোই এগোই সেই তীক্ষ্ণ কান্নাটা যেন আরও জোড়াল হয়ে কানে ভেসে আসছে। কিছুদূর এগোতেই দেখি, না কান্নাটা তো সত্যিই । একজন তো কেউ দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে। টর্চটা ভালো করে তুলে ধরতেই দেখি লাল শাড়ি পরে দাঁড়য়ে আছে একজন মহিলা। কিন্তু তখন সে আর কাঁদছে না । মুখে আলো ফেলতেই দেখি, তার রক্তে রাঙা দুটো চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে মিঠি মিঠি হাসছে। তারপর কি ঘটেছিল তা আমার আজও অজানা । চোখ খুলে দেখি আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। মা-বাবা আমার পাশে বসে আছেন। কিন্তু আমার মোবাইলের স্ক্রিনটা ভেঙ্গে গেছে।

প্রত্যাশা সাহা
চতুর্থ সেম, বাংলা বিভাগ ।

বাস্তব স্বপ্ন

স্বপ্ন হল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ । স্বপ্ন জীবনকে যেমন গতিশীল করে তোলে তেমনি আনন্দময় করে তোলে । স্বপ্ন মনের কোণে আঁকা কতগুলি অস্পষ্ট ছবি । ছবিগুলি মনে অনুভূতি তৈরি করে আনন্দ পায়, স্বাদ পায়, আর সেটা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে ।

স্বপ্ন সাধারণত যে কোনো কর্ম থেকে সৃষ্টি হয় । এই স্বপ্ন দেখতে গিয়ে ভাবনা আসে, সমস্যা আসে, আবার এই সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন করে ভাবনা আসে তৈরি হয় ভাব-কল্পনা । স্বপ্ন কিন্তু দুই রকমের হয়- একটা বাস্তব আর একটা অলীক । যে স্বপ্নগুলো কর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সেই স্বপ্ন চির আনন্দদায়ক। যেমন - ধরা যাক কেউ খেলছে ভালো খেলোয়াড় হওয়ার জন্য, কেউ রেওয়াজ করছে গায়ক হওয়ার জন্য, কেউ

ভালো পড়াশুনা করছে চাকরি পাওয়ার জন্য, এই স্বপ্নগুলো কর্মের প্রতি একটা প্রেরণা দান করে । তখন স্বপ্ন হয়ে পড়ে জীবন সম্পৃক্ত ।

কিন্তু কেউ কর্মের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে যদি স্বপ্ন দেখে তবে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে না । কারণ কর্মের চেয়ে স্বপ্নের আনন্দে মশগুল হয়ে সে বহতা সময়কে ক্ষয় করছে । আর শেষে এই আনন্দও টেকে না, স্বপ্নও টেকে না । যদি আমরা কর্মকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন না দেখি, তাহলে বুঝে নেওয়া দরকার যে, ওই ব্যক্তি তার কর্মে আনন্দ পাচ্ছে না । আনন্দহীন কর্মই তাকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে । কারণ এমন কোনো প্রেমিক নেই যে তার প্রিয়কে নিয়ে স্বপ্ন দেখে না, আর যদি সে স্বপ্ন না দেখে তাহলে সেখানে তার প্রেম নামক কর্মও অনুপস্থিত । তাই তার প্রেমের সলিল সমাধি অবধারিত। কোনো স্টুডেন্ট যদি শুধুই স্বপ্ন দেখে আনন্দ পেতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে কর্মের বিরোধিতা করছে । কারণ আনন্দ জীবনের অংশ । তাকে বেশি সময় দিলে সে তো জীবনের বিরোধিতা করবেই । আর এই, স্বপ্ন কোনদিনই টিকবে না । এমন কি এই ব্যর্থ জীবন আমাদের পরবর্তী সময়ে ভালো নাও লাগতে পারে । অলীক স্বপ্ন যা আমাদের স্বপ্ন পূরণের সামর্থ্যের বাইরে । ধরা যাক, যে কোনো দিন পড়াশুনা করে না সে যদি টিচার হওয়ার স্বপ্ন দেখে, কিংবা যে কোনদিন খেলার কাছ দিয়ে না গিয়েও খেলোয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে তবে তার স্বপ্ন অলীক । কারণ অলীক স্বপ্নগুলি শুধুই আনন্দের জন্য, মনের প্রীতির জন্য । এইসব স্বপ্নের পিছনে যেহেতু কোনো কর্ম নেই, তাই এগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে আমাদের আঘাত দেয় । তাই বলতে পারি, সামর্থ্যের মধ্যে স্বপ্ন দেখলে সেটাকে বাস্তব স্বপ্ন বলা যায় । সামর্থ্যের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেও যথেষ্ঠ আনন্দ পাওয়া যায় । তার বাইরে স্বপ্ন দেখলে শুধু স্বপ্নের মুহূর্তটুকু আনন্দময় হয় বটে কিন্তু তা চিরস্থায়ি হয় না । যেটা আমাদের কাম্যও নয়, জরুরিও নয় । জীবন কর্ম-বিরোধী হলে নিজেই নিজের জীবনের সব থেকে বড় অপরাধী হতে হবে।

সাগরিকা পাল
চতুর্থ সেম. ইংরাজি বিভাগ ।

তালমা

জলঢাকার পাশে ঝুমুরে বাসটা জোরে ব্রেক কসে দাঁড়ালো ।

যাত্রী ১: দাদা কিছু মনে করবেন না ! ঝাঁকিতে একটু আপনার গায়ে ধাক্কা লেগে গেলো ।

যাত্রী ২: না না, ঠিক আছে । চলতে গিয়ে ও রকম তো একটু-আধটু হয়েই থাকে । এতে মনে করবার কী আছে !

যাত্রী ১: ধন্যবাদ। আপনি খুব খোলা মনের ! কোথায় যাচ্ছেন ?

যাত্রী ২: বিহার। কী সুন্দর সরষে ফুল ফুটে আছে দেখেছেন ?

যাত্রী ১: শীতকাল তো; এই সময় এ চারপাশে প্রচুর সরষে চাষ হয় ।

যাত্রী ২: ফাল্গুন এ দেখবেন কেমন জলন্ত কয়লার মতো শিমুল আর পলাশ ফুল ঝুলে থাকবে গাছে গাছে ?

যাত্রী ১: আবার ঝরেও যায় বুঝলেন !

যাত্রী ২: সেটাও ঠিক।

যাত্রী ১: আরে আরে , গায়ে ধরছো কেনো ? কী চাই ? তোমাদের শুধু করতালি দিয়ে কামানোর ধান্দা ?

হিজরা: না বাবু ! জোর করে কিছু দিতে হবে না । মন চাইলে তবেই কিছু দেবেন । আমি কাউকে জোর করিনা।

যাত্রী ২: এই যে সামান্য কিছু দিচ্ছি; রাখুন ।

হিজরা: উপরওয়ালা আপনার মঙ্গল করবেন !

যাত্রী ১: কেনো দিলেন ?

যাত্রী ২: ঠিক জানি না ! ওর চেহারা আর চোখগুলো দেখে মনে হল কিছু দিতে পারলে ভালো লাগবে !

যাত্রী ১: ও। বাসটা খুব লাফাচ্ছে; রাস্তাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে । আচ্ছা, এটা কোন জায়গা ?

যাত্রী ২: তালমা !

অধ্যাপক বিপ্লব দেবনাথ
ইংরেজি বিভাগ ।

বালিকা বধূ

প্রক্ষালন

সমাজমাধ্যম খ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ

বাঙালি জাতি বরাবরই সঙ্গীত ও সাহিত্য অনুরাগী । কোনো এক বিদগ্ধ পন্ডিতের মতে, বাংলায় পুস্তক প্রকাশক এবং গানের রেকর্ডিস্ট কোন কালেই ক্ষতির সম্মুখীন হননি । সুযোগ পেলেই বাঙালি নিজের লেখা প্রকাশ করে থাকেন এবং স্নানঘরে গাওয়া গান প্রকাশ করার জন্য রেকর্ডিস্ট-এর দারস্থ হন । প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতিতে আজ সেই বিদগ্ধ পন্ডিতের ভবিষ্যৎবাণী অসত্য প্রমাণিত হচ্ছে, আজ বাঙালি তার লেখা গদ্য বা পদ্য প্রকাশ করার জন্য কোন প্রকাশকের দ্বারস্থ হন না বা তার গাওয়া গানটি রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে কোন রেকর্ডিস্ট-এর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকেন না ।

আমরা যে যুগে জন্মেছি সেই যুগে লেখা প্রকাশ করা বা প্রিয় শিল্পীর গান শোনা বিলাসিতা মাত্র ছিল । ভালো লেখকের বই পড়ার খুব ইচ্ছে হলে উপায় ছিল দুটো, হয় ভালো গ্রন্থালয় থেকে বইটি কিনে নেওয়া অথবা ক্লাবের পাঠাগারের সদস্যপদ নিয়ে সেখান থেকে প্রিয় লেখকের বইটি বাড়িতে এনে পড়া । আর গান ! হয় আকাশবাণীতে চিঠি লিখে অনুরোধের আসরে অনুরোধ করা যে আমি আমার প্রিয় গায়কের সেই গানটি শুনতে চাই অথবা বুধবার সন্ধে সাড়ে সাতটায় চিত্রাহার অনুষ্ঠিত হত ডিডি ন্যাশনাল চ্যানেলে সেখানে সময় মতো উপস্থিত হয়ে আধাঘন্টায় কিছু হিন্দি গান শোনা । যারা পুরনো হিন্দি গান শুনতে ইচ্ছুক ছিলেন তারা ডিডি ন্যাশনাল চ্যানেলে প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে একটি অনুষ্ঠান হত যার নাম ছিল রঙ্গোলি । বাঙালি সেই অনুষ্ঠান মনোযোগ দিয়ে দেখতেন এবং পুরনো হিন্দি গানের আসর জমিয়ে বসতেন । বারান্দায় বাঁশ দিয়ে ঝোলানো এন্টেনা ঘুরিয়ে কখনো বিটিভি অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় চ্যানেলটি ধরা যেত । শুক্রবার দিনের বেলায় সেখানে সেই দেশের বাংলা চলচ্চিত্র দেখানো হত, কিন্তু সেখানেও ছিল এক সমস্যা, চলচ্চিত্রের মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের বিরতি এতটাই দীর্ঘ হত যে মাঝে মধ্যেই ধৈর্য্য চুতি ঘটতো । রেডিও বাদে আরও একটি মাধ্যম ছিল প্রিয় সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীত শোনার । সেটি ছিল টেপ রেকর্ডার । যদিও অতি সৌখিন মানুষের বাড়িতেই এই টেপ রেকর্ডার দেখা যেত । কারণ সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তের কাছে টেপ রেকর্ডার ছিল নিতান্তই বিলাসিতার বস্তু । প্রিয় শিল্পীর সংগীত শুনতে হলে বাজার থেকে অনেক টাকা দাম দিয়ে ক্যাসেট কিনে আনা আবশ্যক ছিল। যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন বাংলার উঁচুদরের শিল্পীরা ছিলেন মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রমূখ । এই সমস্ত শিল্পীর গানের ক্যাসেট বিক্রি হত অতি উচ্চদরে । গান শুনতে হলে সেই ক্যাসেট সংগ্রহ করা আবশ্যক যেহেতু ছিল তাই নিম্নবৃত্ত বাঙালি মাসে অন্তত একখানা করে ক্যাসেট সংগ্রহ করে রাখতেন । তারপর এল ওয়াকম্যান, ব্যাটারিচালিত ওয়াকম্যান এবং সেখানেই জুড়ে দেওয়া ছিল ইয়ারফোন । কোন যুবক একটি সুসজ্জিত পোশাক পড়ে, পোশাকের পকেটে একখানা ওয়াকম্যান এবং কানে ইয়ারফোন গুঁজে দিয়ে গান শুনতে শুনতে কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এটা দেখে অন্যান্য যুবকদের সেই যুবকের প্রতি হিংসে হওয়া অতি সাধারণ ব্যাপারই ছিল । যখন প্রথম কলেজে ভর্তি হলাম তখন এল মোবাইল হ্যান্ডসেট । আমাদের শহরে BSNL-এর বিশাল বড় টাওয়ার বসলো এবং সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল যে শহরে সিম বিক্রি করা হবে নির্দিষ্ট এক তারিখ থেকে । ৯৯৯ টাকায় বিক্রি হবে BSNL-এর সিম। মোবাইলের হ্যান্ডসেট উচ্চদরে সংগ্রহ করে শহরের বাবু সম্প্রদায় সিম সংগ্রহের জন্য রাতভর লাইন দিলেন । ভাগ্যবানদের দল সংগ্রহ করে নিলেন সেই সিম । পরদিন থেকেই স্টাইল স্টেটমেন্ট দাঁড়িয়ে গেল একটা ডেনিম জিন্স, টপ এবং হাতে Nokia 1110 অথবা 1100 অথবা Nokia 2600 র হ্যান্ডসেট । স্থানীয় পনিক্স সাউন্ড সিস্টেম ও কলার টিউনস-এর ছড়াছড়ি।

কেউ বা হয়তো রিংটোনে তাদের প্রিয় শিল্পীর গান সেট করে নিতেন । মোবাইল ফোন চালু হওয়ার আজ দীর্ঘ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । ২ জি টেকনোলজি থেকে আজ আমরা ফাইভ-জি টেকনোলজিতে উন্নীত হয়েছি । তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে একের পর এক উন্নত মোবাইল ফোন । চারদিকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের দাপাদাপিতে আজ কোন কিছুই অজানা নেই আবালবৃদ্ধবণিতার । আজ বাঙালির গান শোনা বা সাহিত্য পাঠ করা কোন দুরূহ ব্যাপার নয় । যে কোন সাহিত্য যে কোন সময়ে পড়ে ফেলা যায় এবং যে কোন শিল্পীর যে কোন গান সহজেই শুনে নেওয়া যায় । সামাজিক মাধ্যম খুললেই আরও একটা বিষয় আমরা দেখতে পাই, রানু মন্ডল, রতন কাহার, ভুবন বাদ্যকারের মতো শিল্পীরা আজ অতি পরিচিত । গানের বিষয়ও আজ অতি অদ্ভুত । কিছুদিন আগে ভাইরাল হওয়া বাদাম কাকুর সেই অদ্ভুত গান লোকের মুখে মুখে আজও ফেরে । বাঙালির সংগীতচর্চা আজ স্নানঘর থেকে বেরিয়ে সামাজিক মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছে । সামাজিক মাধ্যমের বিচিত্র সব সঙ্গীত শিল্পীরা তাদের অদ্ভুত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে আজ বিশ্বের দরবারে আলোচিত এবং সমালোচিত হচ্ছেন । যারা একটা সময় তাদের গোপন প্রতিভাকে প্রকাশ করার সুযোগ পেতেন না তারাও সামাজিক মাধ্যমে তাদের অদ্ভুত সাহিত্য, সঙ্গীত সৃষ্টি করতে উৎসুক । তাদের লেখা সাহিত্য এবং তাদের গাওয়া বিখ্যাত সমস্ত গানের ঝুলি নিয়ে উপস্থিত বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম । যে ব্যক্তি এই জীবনে কোনদিনও গান শেখেননি তিনিও তার অদ্ভুত গায়নশৈলী সামাজিক মাধ্যমে উপস্থাপন করে চর্চিত হচ্ছেন । একচুয়ালি রেনেসাঁস আমলে ইংল্যান্ডকে বলা হত, নেস্ট অফ সিঙ্গিং বার্ডস, আর আজ সামাজিক মাধ্যমকে সেই নামে আখ্যায়িত করাই যায় । ভাইরাল হওয়া খুব বেশি কঠিন আজ নয়, স্বরচিত কিছু লাইন নিজের করা সুরে গেয়ে দিলেই হল, সেই গানের তালে যদি কোন প্রখ্যাত নায়িকা কোমর একবার দুলালে, তাহলেই কেল্লাফতে । পরদিন থেকে সেই গায়ক এবং নায়িকা দুজনেই ভাইরাল । বর্তমান যুগ আসলে সত্যিকারের প্রতিভাকে খোঁজার বা সত্যিকারের শিক্ষণ প্রণালীকে গুরুত্ব দেবার যুগ নয় । সামাজিক মাধ্যম খ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বা সাহিত্যিকদের প্রতিভার কাছে অতীতের শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীগণ বা বিশুদ্ধ সাহিত্য লেখকগণ কতটুকু মর্যাদা পান সেটাই আজ বড় প্রশ্নের মুখে । তবে আমাদের খুব বেশি কিছু করার নেই যেহেতু যুগের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হয়, তাই অতীতের সেই অবিস্মরণীয় শিল্পীদের যেমন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি বর্তমানে মূর্তিমান যারা শিল্পী যারা সুযোগ না পেয়ে এতদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, সামাজিক মাধ্যমের মধ্যদিয়ে তারা জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাদের সৃষ্টিকেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি ।

অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী

ইংরেজি বিভাগ ।

শিশু অপুষ্টি ও নারী

ভারতের বহু শিশু অপুষ্টির অধিকারি । কম ওজনের শিশুর সংখ্যাও এদেশে প্রচুর । শিশুর অপুষ্টির নিরিখে বিশ্ব-ব্যাংক যে তালিকা তৈরী করেছে তাতে ভারতের স্থান বেশ উপরের দিকেই । ২০১১ সালে গ্লোবাল হাংগার ইন্ডেক্স (GHI) বা বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ছিল ১৫ নম্বরে । এই তালিকায় ছিল উন্নতিশীল ৮১টি দেশ । সাহারান আফ্রিকার দেশগুলি ছাড়াও প্রতিবেশী নেপাল, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ গত এক দশকে ক্ষুধা-সূচকে নিজেদের অবস্থান বেশ নিচে নামিয়ে নিয়েছে । কিন্তু ভারত তা পারেনি । ভারতের ক্ষেত্রে ঘটেছে এর উল্টোটা ।

এটা সবারই জানা, শিশুর অপুষ্টি হয় মায়ের অপুষ্টি থেকে । দারিদ্র্য, অনাহার তথ্য খাদ্যের অভাবের জন্যই মানুষ অপুষ্টিতে ভোগেন । অপুষ্টিতে শরীর জীর্ণ হয় । কমে যায় রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও । অপুষ্টির জেরেই শরীরে বাসা বাঁধে নানান রকম অসুখ-বিসুখ । ভারতের মতো দেশে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের অপুষ্টি বেশি । কিন্তু অপুষ্টি কেবল দারিদ্রতা থেকে হয় না, এর পিছনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কিছু কারনও থাকে।

সমাজে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার । অর্থাৎ যতটা মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা তাদের পাওয়া উচিত তা তারা পায়না । তাদের হাতে না থাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, না স্বাধীনতা । নিজের জীবন নিয়ে তারা স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা । সমাজ নারী স্বাধীনতার অনুমোদন দেয় না বলেই সমাজে বরাবর তারা প্রান্ত-বাসিনী হিসাবেই ছেলেদের পিছনে থেকে যায় । একটা মেয়ে জন্মের পর বাবার অধীনে, বিয়ের পর স্বামীর, এবং বার্ধক্যে ছেলের অধীনে থেকেই তার জীবন অতিবাহিত হয় । সে জীবনে কখনো একা চলার সময় পায় না অর্থাৎ তাকে একা চলতে দেওয়া হয় না । মেয়েদের এহেন সামাজিক হীনতার জন্যই দারিদ্রের কামড়টা তাদের বেশি করে খেতে হয়, যা প্রকারান্তরে বাড়িয়ে তোলে তাদের অপুষ্টিকে। অথচ মেয়েরা যদি তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সচেতন হত, তাহলে এতটা অপুষ্টিতে তাদের ভুগতে হত না ।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বৈষম্যের কারণ হিসেবে পাঁচটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয় । এগুলি হল- অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষার অভাব, অত্যধিক পরিশ্রম ও কাজের দক্ষতার অভাব । এর সঙ্গে আরও যে বিষয়টি যোগ করা যায় – তাহল চেতনার অভাব বা কুসংস্কার ।

একটি মেয়ে সারা দিন রাত পরিবারের জন্য খাটে । রান্না-বান্না, বাসন মাজা, কাপড় কাচা থেকে শুরু করে পরিবারের সকলকে হাতের কাছে সবকিছু জুগিয়ে দিতে দিতেই তার দিন কেটে যায় । সবাই কে পেট ভরে খাইয়ে দাইয়েই তারপর সে খেতে পায় । অনেক সময়ই পেটভরা খাবার জোটে না তার । সবার আগে ঘুম থেকে উঠে সবার পরে ঘুমোতে যায় সে । ভাল ভাবে বিশ্রামের সুযোগও সে পায় না । বাড়ির কাজ করতে করতেই দিন কেটে যায় তার । সে পড়বে কখন ? তাই সে লেখাপড়া শেখে না, বা শিখলেও এমন কোনো টেকনিক্যাল দক্ষতা অর্জন করতে পারে না যে, সে চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে । ছেলেদের তুলনায় খাওয়া-পরা, পড়াশোনা, চিকিৎসা ও বিনোদনের সুযোগ সবই মেয়েরা সমাজে কম পায় । তারপর আঠারো বছর হতে

না হতেই বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে । সেখানে গিয়েও নববধূরূপি মেয়েটাকে বাড়ির কাজই করে যেতে হয় । পরিবারের কোনো পুরুষের সামান্য শরীর খারাপ হলেই ডাক্তার-বদ্যির ডাক পরে । কিন্তু একেবারে শয্যাশায়ী না হয়ে পড়লে, মেয়েদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ থাকে না । এর সবটাই সমাজ অনুমোদন করে । শুধু তাই নয়, এমন অনুশাসন পরিবারকে মেনে চলতে বাধ্যও করে । হাজারো সামাজিক সংস্কারে বেধে ফেলা হয় মেয়েদের । ছেলেদের নিয়ম-কানুন না মানলেও চলে । কিন্তু মেয়েরা সামাজিক অনুশাসন, বিধিনিষেধ মেনে না চললে রক্ষে নেই । ধর্ম ও লোকাচারের নামে এই সমাজ মেয়েদের যে "একাধারে রুগ্ন, অপুষ্ট, সর্বংসহা তথা পরিবারের প্রতি উৎসর্গীকৃত ভাবমুর্তি তৈরী করে দিয়েছে সেই চরিত্রেই আমরন অভিনয় করে যেতে হয় মেয়েদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিপদে মেয়েদের শিকার হতে হয় লিঙ্গ বৈষম্যের । এই কারনেই শিশু মৃত্যুর হার কম ওজনের শিশু ও অপুষ্ট শিশুর সংখ্যার নিরিখে পিছিয়ে পড়তে হয় ভারতের মতো উন্নয়নশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশগুলিকে।

বিশেষজ্ঞরা বারে বারেই বলেন, মেয়েরা না এগোলে সমাজ এগোবে না, মেয়েরা অভুক্ত, অক্ষম, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তা শেষ বিচারে অবরুদ্ধ করে দেবে সমাজের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে । পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে বাঁচাতে হবে তার "অর্ধেক আকাশকে" । মেয়েরা পিছিয়ে থাকলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের যাবতীয় পরিসংখ্যান শুধু কাগজেই ও নেতানেত্রীদের মুখেই শোভা পাবে, বাস্তবে নয় ।

ইজিদুল মিঞা
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ ।

মধুমালতি

Port